## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ভারতীয় নবজাগরণ (The Indian Renaissance) ঃ

ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রথম একশ' বছর (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রিঃ) ভারত ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় যুগ। এই কালপর্বে ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে সারা ভারত-জুড়ে শুরু হয় এক রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক শোষণ। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং চরম অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের পাশাপাশি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘর্ষে ভারতবাসীর চিন্তাজগতেও এক বিরাট আলোড়ন দেখা দেয়। এর ফলে দেশবাসীর ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং ভারতবর্ষ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পদার্পণ করে। ভারতবাসীর চিন্তাজগতে এই পরিবর্তনের সূচনা হয় ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও উদারনৈতিক ভাবধারা প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতো ভারতের বদ্ধ ও পঙ্কিল জলাশয়ে প্রবেশ করে যুগ যুগ ধরে প্রবহমান কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্থবির ভারতীয় চিন্তাজগতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। প্রাচ্যের মৃতপ্রায় জরাগ্রস্ত স্থবির সংস্কৃতি এবং পশ্চিমের নবীন, যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল সভ্যতার সংঘর্ষে ভারত ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা, চিরাচরিত প্রথা, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের স্থলে দেখা দেয় বিচারশক্তি, যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচেতনা। শুরু হয় আধুনিকতার পাদপীঠে চিরাচরিত শাস্ত্রীয় বিধি ও নীতিশাস্ত্রের যুক্তিবাদী মূল্যায়ন। জন্ম নেয় ভারতীয় নবজাগরণ। প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যুক্তিবাদ, ঐহিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, নারীমুক্তি, মানবপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম হল এই নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় জনজীবনে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান-ধারণা—জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ***ডঃ কে. এন. পানিক্কর*** (Dr. K. N. Panikkar) বলেন, "ইংরেজদের ভারত জয় এবং তার ফলস্বরূপ ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও মতাদর্শের প্রসার অবশ্যম্ভাবীরূপে দেশজ সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি ও দুর্বলতা ভালোভাবে বোঝার সুযোগ করে দিয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে, প্রতিক্রিয়া নানা রকমের হলেও, সবারই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের সংস্কার প্রয়োজন।"

*নবজাগরণ*

বাংলাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের সূচনা হলেও কালে তা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ***স্যার যদুনাথ সরকার*** বলেন যে, পেরিক্লিসের যুগের এথেন্স যেমন সমগ্র গ্রিসের শিল্প ও সংস্কৃতির শিক্ষাকেন্দ্র ও জন্মদাত্রী ছিল, তেমনি ইংরেজ শাসনাধীনে সমগ্র ভারতের কাছে বাংলাও ছিল ঠিক তাই। ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকে সংগৃহীত জ্ঞানরশ্মি নিয়ে বাংলা এ কাজে অবতীর্ণ হলেও, নিজ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বাংলা তা নিজের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল। এই নতুন বাংলাতেই আধুনিক বিশ্বের সকল মঙ্গলজনক ও মহান চিন্তারাশির উন্মেষ হয় এবং তা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই বাংলা থেকে উদ্ভূত ইংরেজি-শিক্ষিত শিক্ষক-সমাজ এবং ইংরেজি ভাবধারা বিহার-উড়িষ্যা, হিন্দুস্তান ও দক্ষিণ ভারতের আধুনিকীকরণে সাহায্য করে। বাংলা থেকে উদ্ভূত নতুন সাহিত্য, ভাষা, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা—এমনকী আচার-

*সারা ভারত*

Scanned by CamScanner

আচরণ প্রদেশের সীমা অতিক্রম করে ভারতের দূরতম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[১] ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠা করেন *'ব্রাহ্ম সমাজ'*। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় *'পরমহংস মণ্ডলী'* (১৮৪৯ খ্রিঃ) ও *'প্রার্থনা সমাজ'* (১৮৬৭ খ্রিঃ)। পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের হিন্দুদের মধ্যে *'আর্য সমাজ'*-এর আন্দোলন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরপ্রদেশে *'কায়স্থ সভা'* ও পাঞ্জাবে *'সারিন সভা'*-র মতো কিছু সংস্থা আঞ্চলিক ও জাতপাতভিত্তিক আন্দোলন শুরু করে। সমাজের পিছিয়ে-পড়া লোকদের জন্য সংস্কারকার্যে ব্রতী হয় মহারাষ্ট্রের *'সত্যশোধক সমাজ'* এবং কেরালার *'শ্রীনারায়ণ ধর্ম পরিপালক সভা'*। কেবলমাত্র হিন্দু সমাজই নয়—মুসলিম, শিখ ও পারসি সমাজের মধ্যেও সংস্কার সাধনের জন্য গঠিত হয় *'আহমদিয়া আন্দোলন'* ও *'আলিগড় আন্দোলন'*, *'সিংসভা'* এবং *'বেহনুমাই মাজদেয়াসন সভা'*। *ডঃ কে. এন. পানিক্কর* বলেন যে, "এই সব আন্দোলন ব্যাপ্তি ও মর্মের দিক থেকে বিশেষ একটি ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল লক্ষণীয়ভাবে একই রকম—এগুলি ছিল এক অভিন্ন চেতনার আঞ্চলিক ও ধর্মীয় অভিব্যক্তি।"[২] তাঁর মতে, এই আন্দোলনগুলি ছিল জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার এক অপরিহার্য অংশ।[৩]

Scanned by CamScanner